জীবনের উদ্দেশ্য কি?

ما الغاية من الحياة؟

باللغة البنغالية

جمعية البيان للتعريف بالإسلام

Al Bayan association to introduce Islam

বিপরীত জিনিসের আকারে হতে পারে - অর্থাৎ পূর্ণতা এবং অপূর্ণতা?! এটি অসম্ভব।

যাইহোক তাসত্ত্বেও, কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, "আল্লাহ যদি সবকিছু করতে সক্ষম হন তবে তিনি মানুষ হতে পারবেন না কেন?"

আল্লাহর সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে দেখা যায়, আল্লাহ এমন কাজ করবেন না যা তার জন্য উপযুক্ত নয়। সুতরাং, আল্লাহ যদি মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ হয়ে ওঠেন, তাহলে তিনি আবশ্যিকভাবে আল্লাহ থাকবেন না।

উপরন্তু, বাইবেল (ইরনষব) এ এমন অনেক আয়াত/শোক রয়েছে যেখানে ঈসা আল্লাহর একজন বান্দা হিসাবে কথা বলেন এবং কাজ করেন, যেগুলি স্পষ্টভাবে আল্লাহকে তার থেকে আলাদা করে।

উদাহরণস্বরূপ, ম্যাথু (Matthew) ২৬:৩৯ এ বলা হয়েছে, "তিনি মাটিতে উপুড় হয়ে সিজদায়রত অবস্থায় পড়েছিলেন, এবং প্রার্থনা করেছিলেন।"

ঈসা কি আল্লাহ ছিলেন, আল্লাহর কি মাটিতে উপুড় হয়ে নিজের মুখের উপর পড়ে প্রার্থনা করাটা যুক্তিযুক্ত? তাহলে তাঁকে কেক সিজদা করবে?

কিছু খ্রিস্টান দাবি করে যে "ঈসা হলেন আল্লাহর পুত্র"। আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, "এতে বাস্তবিক পক্ষে এর অর্থ কী?

বাস্তব কিংবা রূপকভাবেও আল্লাহ সন্তান ধারণের চেয়ে অনেক উঁচুতে অর্থাৎ পবিত্র।

উপরন্তু, "আল্লাহর পুত্র" পরিভাষাটি নেককার ব্যক্তিদের বুঝানোর জন্য প্রাচীন বাইবেলের ভাষাগুলোতে প্রতীকীভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই পরিভাষাটি কেবল ঈসা, (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক), এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old Testament) এ ডেভিড (দাউদ আ.), সলোমন (সুলাইমান আ.) এবং জ্যাকব (ইয়াকুব আ.) এর মতো অনেক নবীর দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, একটি আয়াতে/শোকে বলা হয়েছে, "...ইসরায়েল হলো আমার প্রথমজাত/সর্বাগ্রজ পুত্রসন্তান।" (যাত্রাপুস্তক (Exodus) ৪:২২)

আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি তার অনেক উপরে। (সূরা মারিয়াম: ৩৫)

ইসলামে ঈসার প্রতি ঈমান আনার মানে হলো- ঈসা (আ.)-এর জন্ম বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা, কারণ এটি একই সাথে আল্লাহ এবং তাঁর মহিমার প্রতি বিশ্বাস বজায় রাখে। মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করার আহ্বান জানানোর জন্য ঈসা (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক), সর্বশক্তিমান আল্লাহর

الموقع الرسمي للجمعية
للتبرع لمشاريع الجمعية

صباح السالم - قطعة 3 - شارع 304
- مبنـي 84 - دور 3 - مكتـب 10
الخط الساخن: +965 9772 2526
واتساب: +965 9980 4542
albayan.kw@outlook.com

পক্ষথেকে প্রেরিত একজন সম্মানিত রাসূল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

যদি তাই হয় তাহলে আমি এখানে কেন?

প্রত্যেকেই স্বীকার করে যে শরীরের অংশগুলি যেমন চোখ, কান, মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের অস্তিত্বের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। তাহলে এটা কি যুক্তিযুক্ত নয় যে সমগ্র ব্যক্তির অস্তিত্বেরও একটি উদ্দেশ্য আছে?

মহান আল্লাহ আমাদেরকে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া বেপরোয়াভাবে জীবনযাপন করার জন্য সৃষ্টি করেননি,অথবা তিনি আমাদের খাদ্য,পানীয় এবং বিবাহের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সৃষ্টি করেননি। আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে, যা হল সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা এবং একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা যাতে আমরা আমাদের স্রষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারি। এই নির্দেশনা আমাদের পরিচালনা করে একটি সুখী এবং বরকতপূর্ণ জীবন যাপন করতে। এই নির্দেশিকাটি এমন সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে যা উভয়ের উপকার করে, যেমন নামায; এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের উপকার করে, যেমন প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, নিজের পরিবারের প্রতি সদয় হওয়া, আমানত রক্ষা করা এবং পশুদের যত্ন নেওয়া। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে বা অন্য কিছুর যেমন মূর্তি, সূর্য, চাঁদ, কোন পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, এমনকি কোন নবীর উপাসনা করতেও নিষেধ করেছেন। তার কোনো অংশীদার বা মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকে সরাসরি এবং যে কোন সময় আল্লাহর উপাসনা করতে পারে।

আল্লাহ এই দুনিয়ার জীবনকে মানুষদের জন্য একটি পরীক্ষা বানিয়েছেন এবং তারা বিভিন্নভাবে এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়। আমাদের সাথে যা ঘটবে তা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, তবে আমাদের সাথে যা ঘটবে তার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলোকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করতে দেয় এমন একটি উপায় হলো আমরা যখন দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে যাই তখন ধৈর্যধারণ করা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করা। যদি আমরা তাঁর আদেশ উপেক্ষা করি এবং তাঁর অবাধ্য হই, সেক্ষেত্রে আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন।

তাহলে, এখন আমার কি করা উচিত?

আল্লাহর অস্তিত্বের নির্দশনগুলো চিনতে নিজের বোধশক্তি ব্যবহার করা। এবং তাঁর আদেশ অনুসারে জীবনযাপন করা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলি থেকে বিরত থাকাই একজন মানুষের জন্যে বিশ্বাসের পরীক্ষা। আল্লাহর আদেশের কাছে সে নিজেকে নিবেদন করেই এটি পালন করে। এইভাবে, সে একজন সত্যিকারের "মুসলিম" হয়ে যায়, আরবিতে যার অর্থ আল্লাহর আদেশের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের পূর্ববর্তী অবস্থা, ধর্মমত বা পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকলের জন্য ইসলামকে প্রবেশযোগ্য করে দিয়েছেন। অতএব, কেবল নিম্নেল্লিখিত শাহাদাহ্ (বিশ্বাসের সাক্ষ্য) উচ্চারণ এবং বিশ্বাস করা, এর অর্থ জানা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে যে কেউই মুসলমান হতে পারে:

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।"

এখনো কি আপনার সময় আসেনি যে উদ্দেশ্যে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজ করার, সত্যকে গ্রহণ করার ও আত্মসমর্পণ করার, এবং স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করার ও যথাযথভাবে তাঁর উপাসনা করার?

জীবনের উদ্দেশ্য কি?

আমি কোথা থেকে এসেছি? এ জীবনে আমার অস্তিত্বের কারণ কি? আর মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাবো?

আমাদের অস্তিত্ব এবং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করার সময় মনের মধ্যে প্রথম যে প্রশ্নগুলি আসে সেগুলোর মধ্যে একটি হল: "আমরা কোথা থেকে এসেছি?"

আমরা কি কোনো আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনার সংমিশ্রণে তৈরী নাকি একজন জ্ঞানী স্রষ্টা দ্বারা তৈরী? স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করা আমাদের অস্তিত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝার প্রথম ধাপ। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করার অনেক যৌক্তিক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে তিনটি কারণ সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. মহাবিশ্বের উৎপত্তি

মহাবিশ্বের উৎপত্তি হলো আল্লাহর অস্তিত্বের প্রথম প্রমাণ।

মনে করুন, একটি মরুভূমি অতিক্রম করার সময় আপনি একটি ঘড়ি খুঁজে পেলেন। আমরা জানি যে একটি ঘড়ি কাঁচ, প্লাস্টিক এবং ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি। কাঁচ বালি থেকে তৈরি করা হয়। প্লাস্টিক পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি করা হয়। ভূগর্ভ থেকে ধাতু বের হয়। এই সমস্ত উপাদান মরুভূমিতে পাওয়া যায়। আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে ঘড়িটি নিজেই নিজের অস্তিত্ব তৈরী করেছে?

আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে সূর্য উঠেছে, বাতাস প্রবাহিত হয়েছে, বজ্রপাত হয়েছে, তেল ভূপৃষ্ঠে ভেসে উঠেছে এবং বালি ও ধাতুর সাথে মিশ্রিত হয়েছে, এবং লক্ষ লক্ষ বছরের পরিক্রমায় ঘড়িটি আকস্মিক অপরিকল্পিত কিংবা প্রাকৃতিক কোনো নিয়ম দ্বারা একত্রিত হয়েছে?

মানুষের অভিজ্ঞতা এবং সরল যুক্তি আমাদের বলে যে, শুরু আছে এমন কোন কিছু কেবল শূন্য থেকে অস্তিত্বশীল হতে পারে না বা এটি নিজেই নিজেকে তৈরী করতে পারে না।

অতএব, সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হলো এই মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন। এই ধরনের একজন "স্রষ্টা"-কে অবশ্যই সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান হতে হবে, কারণ তিনি এই সমগ্র মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে এনেছেন এবং এটি পরিচালনা করার জন্য "জ্ঞানের আইন" তৈরি করেছেন।

এই সমস্ত গুণাবলীই মহাবিশ্বের স্রষ্টার মৌলিক ধারণা তৈরি করে। এটি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে মহাবিশ্ব সসীম এবং এর একটি শুরু আছে।

কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে: "আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?" আল্লাহ, যিনি স্রষ্টা, তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টি থেকে আলাদা। আল্লাহ চিরন্তন এবং তাঁর কোন শুরু নেই; সুতরাং, "আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন কে?" এই প্রশ্নের কোনো মানে হয় না।

২. মহাবিশ্বের পরিপূর্ণতা

সর্বজ্ঞ স্রষ্টার অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ হল এই জটিল মহাবিশ্বের নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতা এবং ভারসাম্য।

এই মহাবিশ্বের অনেক বৈশিষ্ট্য যেমন পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে দূরত্ব,

পৃথিবীর ভূত্বকের পুরুত্ব, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের অনুপাত, এমনকি পৃথিবীর তাপমাত্রাও স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে তারা জীবনকে সম্ভব করার জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত। যদি এই পরিমাপগুলি সামান্য একটু এদিক সেদিক হতো তবে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অসম্ভব হতো।

সময়কে সঠিকভাবে বলার জন্য ঘড়ির যেমন একজন দক্ষ উদ্ভাবক থাকতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীরও একজন সর্বজ্ঞ স্রষ্টা থাকতে হবে যিনি এটিকে টিকিয়ে রাখেন। এই সব কি এমনি এমনি ঘটতে পারে?

যখন আমরা নিজেদের এবং সমগ্র মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণ, রূপরেখা এবং সূক্ষ্ম সিস্টেমগুলি পর্যবেক্ষণ করি, তখন এটি কি যৌক্তিক নয় যে এসবের একজন নিয়ন্ত্রক থাকতে হবে?

এই ধরনের একজন "নিয়ন্ত্রক" এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো আল্লাহর অস্তিত্ব- যিনি মহাবিশ্বের এই নিয়মানুবর্তিতা তৈরী করেছেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা আলে 'ইমরান: ১৯০)

৩. আল্লাহর পক্ষথেকে প্রত্যাদেশ পাঠানো:

তৃতীয় প্রমাণ যা আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে তা হলো সত্যিকারের প্রত্যাদেশ অহী যা আল্লাহ তাঁর অস্তিত্বকে প্রতিফলিত করার জন্য মানবজাতির কাছে পাঠিয়েছিলেন। কুরআন যে আল্লাহর বাণী তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। নিচে প্রমাণগুলির একটি সারসংক্ষেপ দেয়া হলো যা প্রমাণ করে যে কুরআন সত্যই আল্লাহর বাণী।

যেহেতু আল্লাহ মানুষকে পথ দেখানোর জন্য একটি কিতাব নাযিল করেছেন, তাই আশা করা যায় যে এই কিতাবটিতে তাঁর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

১৪০০ বছরেরও বেশি আগে কুরআন নাযিল হয়েছিলো, তবুও এতে বৈজ্ঞানিক এমন অনেক তথ্য রয়েছে যেগুলো এটি নাযিলের সময় মানুষের জানা ছিলো না; বরং আধুনিক বিজ্ঞান সেগুলো সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে। অনেক উদাহরণ আছে, যেমন "পানি হলো সকল জীবের উৎপত্তি"। সূরা আল-আম্বিয়া: ৩০), এবং সূর্য এবং চাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষপথ আছে। (সূরা আল-আম্বিয়া: ৩৩)।

☞ কুরআনে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে যা কুরআন নাযিলের সময় জানা ছিল না, সেই সাথে এতে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে যা পরে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

☞ কুরআন ত্রুটি বা অসংগতি মুক্ত; যদিও এটি ২৩ বছর ধরে অবতীর্ণ হয়েছে, তবুও দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কিত বিস্তৃত বিষয়গুলো এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

☞ আল্লাহ কুরআনকে এর মূল ভাষা আরবিতে নাযিল করার পর থেকে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করেছেন, যা অন্যান্য কিতাবের মতো নয় যেগুলো তাদের আসল আকৃতিতে আর বিদ্যমান নেই যেভাবে আল্লাহ থেকে তাঁর অন্যান্য নবীদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল।

☞ কুরআনে একটি স্পষ্ট, বিশুদ্ধ এবং সর্বজনীন বার্তা রয়েছে যা সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি মানুষের সহজাত বিশ্বাসকে সম্বোধন করে।

☞ কুরআন মানুষের উপর গভীর প্রভাব ফেলে, যা শুধুমাত্র তারাই অনুভব করতে পারে যাদের হৃদয় এর মাধুর্যের স্বাদ পেয়েছে।

☞ কুরআন নবী মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল, যিনি ইতিহাস জুড়ে নিরক্ষর মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তবে এর ভাষাশৈলী অনন্য। এটি আরবি অলঙ্কারশাস্ত্র এবং ভাষাগত সৌন্দর্যের শিখর হিসাবে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

☞ কুরআন এর বৈচিত্র্যময় ও অদ্বিতীয় দিকগুলোর জন্য সবচেয়ে যৌক্তিক ব্যাখ্যা হলো যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।

আল্লাহ মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা প্রেরণ করেছেন:

যখন আমরা স্বীকার করি যে একজন বিজ্ঞ স্রষ্টা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমরা বুঝতে পারি যে তিনি আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য শেখাবেন। কিন্তু আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে কী চান তা আমরা কীভাবে জানতে পারি? আমাদের কী শুদ্ধাশুদ্ধি প্রণালী (পরীক্ষামূলকভাবে উপনীত সমাধান) দ্বারা এটা জানা উচিত? নাকি আমরা নিজেরাই আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবো? আমাদের কি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের অনুসরণ করা উচিত, এমনকি তারা ভুলের উপর থাকলেও?

অবশ্যই না। আল্লাহ আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদেরকে বলার জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাসূলদের পাঠিয়েছেন, এবং প্রতিটি জাতির জন্য কমপক্ষে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। সকল রাসূল একই বার্তা প্রদান করেন: একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করতে এবং তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করতে। এই রাসূলদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মদ, (তাদের উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক)।

নবীদের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি সর্বকালের সবচেয়ে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু এবং সাহসী মানুষ। মানুষের জীবনে কীভাবে কুরআন (যা নাযিলকৃত সর্বশেষ গ্রন্থ) এর শিক্ষা প্রয়োগ করতে হয় তা শেখানোর জন্য এটি তাঁর কাছে নাযিল হয়েছিল।

কুরআন হলো পথপ্রদর্শক, যা আমাদেরকে জীবন নিয়ন্ত্রণকারী অনেক মূল ধারণা সম্পর্কে জানায়, যেমন আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর পরিচয়। এটি আমাদের সেই জিনিসগুলিও শেখায় যা আল্লাহ ভালবাসেন এবং যা তিনি অপছন্দ করেন, সেইসাথে পূর্ববর্তী নবীদের ইতিহাস এবং তাদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাসমূহ। উপরন্তু, এটি আমাদেরকে জান্নাত, জাহান্নাম এবং কেয়ামতের দিন (পুনরুত্থান) সম্পর্কে বলে।

কুরআনের আরও লক্ষ্য হলো আল্লাহর প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলিকে সংশোধন করা, যেমন ঈসা (আ.) এর জন্ম ও একে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা।

অন্যান্য সকল নবীদের মতই ঈসা (আঃ) কে কিছু অলৌকিক ঘটনা দিয়ে সহায়তা করা হয়েছিল। তিনি মানুষদেরকে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। (সূরা মারইয়াম: ৩৬)

ঈসা (আঃ)-এর জন্ম

বিশ্বাসের বিষয়গুলি আলোচনা করার পরে, ঈসা (আ.)-এর জন্ম নিয়ে বিভ্রান্তি এবং এ সম্পর্কে অনেক অভিযোগের কারণে এটি অবশ্যই আলোচনা করা উচিত।

কিছু খ্রিস্টান দাবি করে যে "ঈসা হলেন আল্লাহ" অথবা তিনি ত্রিত্বের বা তিনজনের একজন এবং তিনি পৃথিবীতে মানুষের আকারে অবতীর্ণ করেছেন।

খ্রিস্টান পবিত্র ধর্মগ্রন্থ (Christian Holy Scripture) অনুসারে, ঈসা মাসীহ, (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক), একজন জন্মগ্রহণকারী সত্তা ছিলেন যিনি খান, পান করেন, ঘুমান এবং নামায পড়েন। তার জ্ঞানও ছিল সীমিত। এই গুণাবলী আল্লাহর জন্য উপযুক্ত নয়। আল্লাহর রয়েছে পরিপূর্ণতার গুণাবলীসমূহ, অন্যদিকে মানুষের মধ্যে এই পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে। কিভাবে কোনোকিছু একই সময়ে দুটি